প্রথম আলো

তারিখ ... 14 SEP 2016
পৃষ্ঠা ...

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবহেলার কারণেই হল হয়নি

নতুন আবাসিক হল নির্মাণ নিয়ে গোলটেবিল

রাজধানী প্রতিবেদক ●

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণেই শিক্ষার্থীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মেস ভাড়া করে থাকতে হয়। এতে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় জগন্নাথে পড়াশোনায় তিন গুণ বেশি টাকা খরচ হয়।

গতকাল শনিবার বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক গোলটেবিল আলোচনায় এসব কথা বলেন বক্তারা। নতুন আবাসিক হল নির্মাণ ও পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডের পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তরের দাবিতে এ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যায়ের আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। একই দাবিতে ১৫ সেপ্টেম্বর দেশের সব জেলায় মানববন্ধন করবেন তাঁরা। এ ছাড়া ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্ট কোনো ঘোষণা না দিলে পরদিন থেকে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে সভায় জানানো হয়। ওই দাবিতে টানা চার সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

গোলটেবিল বৈঠকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মেস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমে অংশ নেন। অথচ আবাসনব্যবস্থা ছাড়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। অবিলম্বে শিক্ষার্থীদের আবাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, পরিত্যক্ত কারাগারের জায়গায় জাদুঘর, খেলার মাঠ, হাঁটাচলার জায়গাসহ সাংস্কৃতিক সব উপাদানের পাশাপাশি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল নির্মাণ সম্ভব। এ জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

গোলটেবিল বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল নির্মাণে ব্যর্থতার দায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সরকার কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারে না। শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা নিরসনে দ্রুত সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে। কারাগারের জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক বা একাডেমিক কার্যক্রম চালু হলে প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় বাসিন্দারাই বেশি উপকৃত হবেন।

ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া বলেন, হলের দাবিতে একাধিকবার আন্দোলন করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। কিন্তু সেখানে একজন শিক্ষার্থীর জন্যও আবাসনব্যবস্থা নেই। টাকার অভাবে অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থীর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রের উচিত দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে তাঁদের হলের দাবি পূরণ করা।

গোলটেবিল বৈঠকের শুরুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন আন্দোলনরত ছাত্র ইমরুল রাশেদ। এ ছাড়া বৈঠকে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক অভিনু কিবরিয়া ইসলাম, স্থপতি সাঈদা সুলতানা প্রমুখ বক্তব্য দেন।